জুলাই ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রুপরেখা তৈরি হবে – নাহিদ ইসলাম

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহবায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ‘১৯৭১ সালে এই মেহেরপুর থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়েছিলো।

সেই ঘোষণাপত্রের বাংলাদেশ বিনির্মাণ হয়। মুজিববাদী সংবিধানের মাধ্যমে মুক্তিযুযেদ্ধর আকাঙ্খাকে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছিলো। মুক্তিযদ্ধের ৫৪ বছরের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়নি। ২৪ এর গণঅভুত্থ্যানের মধ্যে দিয়ে আমরা নতুন করে সম্ভাবনা পেয়েছি বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য। সেই গড়ে তোলার লড়াইয়ে গণঅভুত্থ্যানের মাধ্যমে স্বৈরাচারের পতন হয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি এবার বাংলাদেশকে নতুন করে গড়ে তুলবে। স্বাধীনতার ঘোষনাপত্রে যে আকাঙ্খা ছিল, ২৪ এর গণঅভূত্থ্যানের বৈষম্যহীন বাংলাদেশের আকাঙ্খা ছিল, সেই আকাঙ্খা বাস্তবায়ন করবে গণঅভুত্থ্যানের নেতৃবৃন্দ। ফলে মেহেরপুর থেকে যে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের ডাক এসেছিলো আমরা চাচ্ছি নতুন করে জুলাইয়ের ঘোষনাপত্র তৈরি করবো। সেই জুলাই ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রুপরেখা তৈরি হবে।’

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর কলেজ মোড়ে জুলাই অভুত্থ্যানের এক বছর পূর্তিতে সারাদেশে কর্মসূচীর অংশ হিসেবে মেহেরপুরে পদযাত্রা শেষে সংক্ষিপ্ত পথসভায় তিনি এসকল কথা বলেন। মেহেরপুর শহরের শহীদ ড. সামসুজ্জোহা পার্ক থেকে পদযাত্রা করে তাঁরা কলেজ মোড়ে যায়। সেখানে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পদযাত্রা ও পথসভায় অন্যান্যদের মধ্যে অংশ নেন এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠন হাসনাত আব্দুল্লাহ, ডা. তাসনিম জারা, মুখ্য সমন্বয়ক নাসিরুদ্দিন পাটোয়ারী, মেহেরপুর জেলার যুগ্ম সমন্বয়কারী অ্যাড. শাকিল আহমেদ, সোহেল রানা প্রমুখ।

এদিকে এর আগে কুষ্টিয়ায় পদযাত্রা শেষ করে মেহেরপুরের গাংনী বাজার প্রাঙ্গনে পথসভায় বক্তব্য দেন এনসিপির শীর্ষ নেতারা।

অ্যাড. সাকিল আহমাদের সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ লাভ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কৃতিসন্তান অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর (সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল) হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন।

সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ, সলিসিটর অনুবিভাগের জিপি ও পিপি শাখা থেকে গত ৭ জুলাই সোমবার সানা মো. মাহরুফ হুসাইন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

সাকিল আহমাদ গাংনী উপজেলার বড়বামন্দী গ্রামের রুহুল আমীনের একমাত্র ছেলে।

তিনি জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। সাকিল আহমাদ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে কর্মরত।

সম্প্রতি তিনি গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

এদিকে, অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর (সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল) হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় গাংনীর বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

অভিমান আর ভাঙা স্বপ্ন তাড়িত করছে আত্মহত্যাচেষ্টাকারীদের

‘মনে হতো, আমি না থাকলেই সবাই শান্তিতে থাকবে’ কিছুটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে কথাটা বললেন মুজিবনগরের গৃহিণী রুমানা আক্তার (ছদ্মনাম)। বয়স পঞ্চাশ, দুই সন্তানের মা। এক সময়ের প্রাণবন্ত, হাসিখুশি মানুষটা আজও ভয়ে কাঁপেন সেই দিনের স্মৃতিতে, যেদিন তিনি ছাদ থেকে লাফ দিতে চেয়েছিলেন।

রুমানার জীবনে অন্ধকার নেমে আসে প্রায় এক যুগ আগে। শরীরে ক্লান্তি, মন বিষণ্ন, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতেন না। চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে যেত সবকিছু। শ্বশুরবাড়ির লোকজন প্রথমে ভেবেছিলেন, সন্তানদের সামলানো ও কাজের অতিরিক্ত চাপের কারণে এমন হচ্ছে। একদিন হঠাৎ আবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তিনি। তখনই ঢাকায় এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ধরা পড়ে, তিনি হাইপোথাইরয়েডিজমে আক্রান্ত। শরীরের থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতি এমনভাবে মন-মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে যে মানুষ ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়ে।

এরপর শুরু হয় চিকিৎসা, থেরাপি আর কাউন্সেলিং। তবুও রুমানা আরও তিনবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন-কখনো ঘুমের ওষুধ খেয়ে, কখনো কীটনাশক পান করে। তবে ভাগ্যক্রমে, প্রতিবারই বেঁচে গেছেন তিনি।

রুমানা যোগ করেন, ‘মাঝেমধ্যে মনে হতো, আমি এই সংসারে একটা বোঝা। কেউ বুঝে না আমি ভিতরে কতটা কষ্ট পাই।’

অন্যদিকে, ১৮ বছরের এক তরুণ মিল্টনের জীবনেও ঘটেছিল একইরকম কিছু। প্রায় এক যুগ আগে মেহেরপুর সরকারি কলেজের ছাত্র ছিলেন তিনি। বন্ধুদের সবার ছিল মোটরসাইকেল। কিন্তু কৃষক বাবার পক্ষে তা কেনা সম্ভব ছিল না। অভিমানে একদিন কীটনাশক খেয়ে ফেললেন। তিন দিন মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে ফিরে আসেন সুস্থ জীবনে। এরপর তার বাবা জমি বন্ধক রেখে কিনে দেন ছেলের স্বপ্নের বাইক।

মিল্টন বলেন, ‘সেদিন বেঁচে গিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু একটা অপরাধবোধ আমাকে ভেতরে খেয়ে ফেলত। এখন আমার ছেলে যখন মোবাইলের জন্য জেদ করে, আমি ভয় পাই। মনে পড়ে, আমি একদিন বাইকের জন্য মরতে চেয়েছিলাম।’

মেহেরপুরে এমন গল্প এক-দুইটা নয়। কিছুদিন আগেই বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া এক তরুণী আত্মহত্যা করেছেন। এ বিষয়টি নিয়ে কালবেলার সাথে কথা বলেন, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন।

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন বলেন, ‘শিক্ষা ক্ষেত্রের পরিবেশ আনন্দময় করতে হবে। আমাদের তরুণ প্রজন্ম জীবনের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলছে। চাকরির অনিশ্চয়তা, পরিবারের চাহিদা, সমাজের চাপ সব কিছু একসাথে ভর করছে ওদের কাঁধে।’

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আজাদ খান কালবেলাকে বলেন, ‘আত্মহত্যা একক কোনো সমস্যার ফল নয়। এটা মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা সংকটের মিশ্রণ। কেউ মরতে চায় না। মানুষ বাঁচতে চায়, কিন্তু হয়তো আর পারে না। আত্মহত্যার আগে মানুষ অনেক সময় সংকেত দেয়। আচরণ বদলায়, চুপ হয়ে যায়, প্রিয় জিনিস কাউকে দিয়ে দেয়। আমরা যদি সময়মতো সংকেতগুলো বুঝতে পারি, তবে হয়তো অনেক মৃত্যু হয়তো ঠেকানো সম্ভব হবে।’

মেহেরপুর সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খাইরুল ইসলাম কালবেলাকে বলেন, ‘আমরা কিছু স্কুলে কাউন্সেলিং চালু করেছি। কিন্তু শুধু প্রশাসন দিয়ে এটা ঠেকানো সম্ভব নয়। পরিবার, মসজিদের ইমাম, শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।’

এই জেলায় প্রতিটি আত্মহত্যা যেন একেকটি নীরব আর্তনাদ। যে আর্তনাদ আমরা অনেকেই শুনি না, বুঝি না বা বুঝতে চাই না। অথচ একটু সাহচর্য, একটু বোঝাপড়া, একটা ভালোবাসার স্পর্শ হয়তো কাউকে বাঁচিয়ে দিতে পারে। প্রয়োজন সহানুভূতি, সচেতনতা আর সাহস নিয়ে পাশে দাঁড়ানো।

মেহেরপুরে একটি বাঁশের ঠেকায়

শতাব্দী প্রাচীন খগেন বাবুর দোকান

মেহেরপুর জেলা শহরের বড় বাজারের চাঁদনি মার্কেটে দাঁড়িয়ে আছে এক শতাব্দী প্রাচীন একটি দোকান। নামের চেয়ে তার পরিচয় যেন আরও বড়-কারণ এই দোকান শুধু কেনা-বেচার স্থান নয়, বরং এটি সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা এক টুকরো ইতিহাস। ১৯১১ সালে শুরু, এখনো বহাল তবিয়তে বংশ পরম্পরা দোকানটি টিকে আছে সুনামের সাথে।

এই দোকানের সবচেয়ে চমকপ্রদ দিক হলো একটি বাঁশ, যা প্রতিষ্ঠার সময় দোকানের মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত ঠেকা দিয়ে বসানো হয়েছিল কিছু সামগ্রি দৃশ্যমান করতে। এই বাঁশে ঝুলিয়ে রাখা হতো নানা রকম পণ্য ঝুড়ি, প্যাকেট, ওষুধ, থলে ইত্যাদি। শত বছর পার হয়ে গেলেও বাঁশটি আজও মজবুত, অক্ষত এবং ব্যবহৃত।

এই বাঁশটি এখন কেবল একটি কাঠামো নয়, বরং পরিবারের ঐতিহ্যের প্রতীক। স্থানীয় অনেকেই বলেন, “দোকানটা দেখে বোঝা যায় সময় কত বদলেছে, কিন্তু এই বাঁশ যেন আজও ১৯১১ তেই আছে!”

এই একটি বাঁশ মনে করিয়ে দেয়, ইতিহাস কেবল পাথরে লেখা থাকে না, কখনও কখনও তা ঠাঁই নেই কাঠ, বাঁশ কিম্বা মানুষের হাতে গড়া কোন জায়গায়। মেহেরপুরের এই দোকান ঠিক তেমনই যেখানে বাঁশের ভিতর গাঁথা আছে শত বছরের গর্ব, শ্রম, আর উত্তরাধিকারের গল্প। জেলার কবিরাজির সাথে জড়িতদের এই প্রতিষ্ঠানই একমাত্র ভরসা। এখানেই পাওয়া যায় ভেষজ সামগ্রি।

এই দোকানটির শুরু হয়েছিল ১৯১১ সালে, নিবারণ চন্দ্র চন্দ্র নামের এক ব্যবসায়ীর হাতে। ভেষজ (বানিয়াতি) ওষুধ, দশকর্মা আর মুদি মালামাল বিক্রির মাধ্যমে। তিনি এলাকাবাসীর আস্থা অর্জন করেন অল্প সময়েই। তাঁর মৃত্যুর পর দুই পুত্র খগেন্দ্র নাথ চন্দ্র ও কমল চন্দ্র চন্দ্র ব্যবসা পরিচালনা শুরু করেন।

ওই দুই ভাইয়ের মৃত্যুর পর খগেন চন্দ্রর ছেলে প্রদীপ চন্দ্র ও কমল চন্দ্রর ছেলে সাধন চন্দ্র‘র মধ্যে দোকান ভাগ হয় শুধু কাঠামো, ঐতিহ্য নয়। দুইটি দোকানই আজও সমান সম্মানে টিকে আছে। বাঁশটি প্রসঙ্গে প্রদীপ চন্দ্র বলেন- এই বাঁশ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের খুঁজে পায়।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের ৭ নেতা কারাগারে

মেহেরপুরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলায় আওয়ামী লীগ ও জেলা ছাত্রলীগের ৭ নেতাকর্মীকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

সোমবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক এস এম নাসিম রেজা তাদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আসামিরা আগে উচ্চ আদালত থেকে জামিনে ছিলেন। জামিনের মেয়াদ শেষে সোমবার তারা পুনরায় মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

কারাগারে পাঠানো অভিযুক্তরা হলেন: মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও রাধাকান্তপুর গ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে জুয়েল রানা, আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও বামনপাড়া গ্রামের আব্দুল জলিলের ছেলে দরুদ আলী, আওয়ামী লীগ নেতা আসলাম খান পিন্টু, তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাবেক সহ-সভাপতি ও আব্দুল মাবুদের ছেলে রবিন, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য ও পোস্ট অফিস পাড়ার আব্দুল বারির ছেলে রাশেদুল ইসলাম আনন্দ, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বড়বাজার এলাকার পঞ্চাননের ছেলে কাজল দত্ত, গোলাম হোসেনের ছেলে সামিরুল।

গাংনীতে জুলাই যোদ্ধাদের স্বরণে মোমবাতি প্রজ্বলন ও আলোকচিত্রী প্রদর্শন

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শাহাদৎ বরণকারী সকল দেশ প্রেমিকদের আত্মার মাগফেরাত কামনা, পঙ্গু ও আহতদের সুস্থতা কামনায় দোয়ার মাহফিল ও মোমবাতি প্রজ্বলন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপি’র গাংনী উপজেলা ও পৌর শাখার উদ্যোগে গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

প্রধান বক্তা ছিলেন, মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহ্বায়কয়ক মাহাবুবুর রহমান মাহবুব। জাতীয়তাবাদি সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন জাসাসের গাংনী উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভীর সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন।

এসময় জুলাই আগষ্টের নিহতদের স্বরণে আলোকচিত্রী উপস্থাপন করা হয়।

৮ জুলাই মেহেরপুরে আসছে জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতারা

বৈষম্যহীন, দুর্নীতিমুক্ত ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনের অঙ্গীকার নিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সারাদেশে শুরু করেছে ‘জুলাই পদযাত্রা’ কর্মসূচি। এরই ধারাবাহিকতায় আগামী ৮ জুলাই, মঙ্গলবার এনসিপির আহ্বায়ক ও একদফার ঘোষক নাহিদ ইসলাম মেহেরপুর সফর করবেন।

সফরকালে তার সঙ্গে থাকবেন এনসিপির মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ, সারজিস আলমসহ কেন্দ্রীয় কমিটির একঝাঁক উদ্যমী তরুণ নেতৃত্ব। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো, দেশের প্রান্তিক জনগণের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন ও ভাবনা তুলে ধরা।

অনুষ্ঠানসূচি অনুযায়ী খলিশাকুন্ডি থেকে গাংনী বাজারে পদযাত্রা ও পথসভা, বিকেল ৪টায় ড. শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কে সমাবেশ ও পশুর হাট পর্যন্ত পদযাত্রা, সন্ধ্যা ৭:৩০টায় কেদারগঞ্জ বাজারে পথসভা এবং রাত ৮টায় মুজিবনগর উপজেলা অফিস উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হবে।

গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ও বিএনপি নেতা ইনসারুল হক আর নেই

মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য, গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ইনসারুল হক ইন্সু (৪৮) ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

রবিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে (সোমবার ভোরে) রাজধানীর পান্থপথে অবস্থিত বিআরবি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং অসংখ্য রাজনৈতিক সহকর্মী রেখে গেছেন।

ইনসারুল হক ইন্সু গাংনী পৌর শহরের বিশ্বাসপাড়া এলাকার প্রয়াত আব্দুল করিম মালিথার ছেলে।

জেলা যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দাল হক জানান, দীর্ঘদিন ধরে ইনসারুল হক ইন্সু খাদ্যনালীর জটিলতায় ভুগছিলেন। তার খাদ্যনালী শুকিয়ে গিয়েছিল, যার ফলে তিনি কিছুই খেতে পারতেন না। অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে তিনি ঢাকার বিআরবি হাসপাতালে

চিকিৎসাধীন ছিলেন। প্রেসার ক্রমাগত নিম্ন থাকায় অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হচ্ছিল না। হঠাৎ অবস্থার অবনতি হলে তাকে আইসিইউতে নেওয়া হয়, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।

তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন, জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন, আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

ইনসারুল হক ইন্সুর ভাই, বিএনপি নেতা ইনামুল হক জানান, আজ সোমবার বিকেল ৩টায় গাংনী হাইস্কুল মাঠে তার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। জানাজা শেষে গাংনী কেন্দ্রীয় কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।

মেহেরপুরের কুতুবপুরে আশুরা উপলক্ষে ঐতিহ্যবাহী মেলা ও তাজিয়া মিছিল

মেহেরপুরের কুতুবপুরে পবিত্র আশুরা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঐতিহ্যবাহী তাজিয়া মিছিল ও জাঁকজমকপূর্ণ মেলা। বছরের পর বছর ধরে এই দিনে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর গ্রামে বসে এ মেলা, যা পরিণত হয়েছে একটি গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারক ও বাহকে।

স্থানীয়রা জানান, এক সময় এই দিনে গ্রামের মানুষ জামাই দাওয়াত করে খাওয়ানোসহ নানা রকম ভালো-মন্দ খাবারের আয়োজন করতেন। সেই ঐতিহ্য এখন অনেকটাই বিলুপ্ত হয়ে গেলেও যুগ যুগ ধরে চলতে থাকা মেলাটি আজও টিকে আছে পুরো আয়োজনের ভেতর দিয়ে।

মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত দর্শনার্থীদের

উপস্থিতিতে জমে উঠে মেলার মাঠ। ফাঁকা জায়গা ভরে ওঠে দোকানপাটে, আর সেই দোকানগুলোতে ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যস্ত দর্শনার্থীরা।

মেলায় শিশুদের জন্য ছিল নাগরদোলাসহ নানা বিনোদনের আয়োজন। ছোট ছোট শিশুদের হাসি আর আনন্দ যেন এই মেলার প্রাণ।

তবে এবারে দিনভর বৃষ্টির কারণে কিছুটা হতাশা দেখা দেয় দোকানিদের মধ্যে। অনেকেই অভিযোগ করেন, প্রত্যাশামতো বেচাকেনা হয়নি।

দোকানি আফাস বলেন, সকাল থেকেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি, লোকজন কম এসেছে। আগে যেভাবে বিক্রি হত, এবার তেমন হয়নি।

দোকানি আজম বলেন, আগের বছর যা বেচাকেনা করেছে সেই অনুযায়ী এই বছর অনেকটাই কম।

স্থানীয় বাসিন্দা আলগির বলেন, এই মেলা ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে আমার বাপ-দাদার আমল থেকেই দেখে আসছি। তবে এখনকার মেলাটা একটু কম মনে হচ্ছে। আমাদের সময়ে মানুষের যোগাযোগ যেমন ছিল, তাতে মেলা আরও জমজমাট হতো।

অন্যদিকে মেলা পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আয়োজন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এবং দর্শনার্থীদের যেন কোনো সমস্যায় পড়তে না হয় সে জন্য নেয়া হয়েছিল পর্যাপ্ত প্রস্তুতি।

মেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক লালন বলেন, আমরা চেষ্টা করেছি সবকিছু সুশৃঙ্খলভাবে করতে। নিরাপত্তার জন্য সর্বত্রই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হয়েছে।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব কামরুল হাসানের গণসংযোগ

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে গণসংযোগ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আজ শনিবার সকাল

১০টায় মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার থেকে কলেজ মোড় পর্যন্ত এক বিশাল গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

গণসংযোগ চলাকালে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, আমরা তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠে নেমেছি। যতদিন দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হবে, ততদিন বিএনপির গণসংযোগ চলবে।

তিনি আরও বলেন, মানুষ ধানের শীষকে বিশ্বাস করে, কারণ ধানের শীষ মানেই জনগণের অধিকার, ন্যায়বিচার ও মুক্ত গণতন্ত্রের প্রতীক। জনগণ আমাকে ভালোবাসে এবং যখনই তাদের কাছে যাই, তারা বলেন ‘ধানের শীষ চাই’। এতে প্রমাণ হয়, আগামীর বিজয় ইনশাআল্লাহ ধানের শীষেরই হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য ইলিয়াস হোসেন, হাফিজুর রহমান হাপি, সাবেক পিপি অ্যাডভোকেট আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, ওমর ফারুক লিটন, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমল হোসেন মোল্লা মিন্টু, যুব মহিলা দলের সাংগঠনিক সম্পাদক রহমান আহমেদ, রোমানা আহমেদ, আলমগীরসহ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্যবৃন্দ, যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।